তারিখ ... 05 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ২ ... ৩ কলাম ... ৫ ...

সমকাল

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের সঙ্গে এলাকাবাসীর সংঘর্ষে আহত ২০

■ রংপুর অফিস

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে এলাকাবাসী-ব্যবসায়ীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং সংঘর্ষে পুলিশ, সাংবাদিকসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় থেমে থেমে এ ঘটনা ঘটে। সকালে ক্যাম্পাস সংলগ্ন একটি দোকানে গিয়ে চাঁদা না পেয়ে ভাংচুরের জেরে সন্ধ্যায় ছাত্রলীগ ও ব্যবসায়ীরা মুখোমুখি অবস্থান নিয়ে সংঘর্ষে জড়ান। এদিকে, এ ঘটনার পর রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। রাতে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে দুটি মামলা করা হয়েছে।

সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এবং ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসী ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান নেন। থেমে থেমে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ এবং রাস্তা অবরোধের কারণে এ সময় ঢাকা-রংপুর ও লালমনিরহাট রুটে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভোগান্তিতে পড়ে শত শত মানুষ। সংঘর্ষে উদয় চন্দ্র নামে এক সাংবাদিক, কয়েকজন এলাকাবাসী এবং শিক্ষার্থী বাবু, ছালাম, রতন, জলিল, কামরুল, হাসান, সাইফুলসহ ২০ জন আহত হন। কয়েকজন পুলিশ সদস্যও আহত হন। আহতদের রংপুর মেডিকেল কলেজ ও স্থানীয় ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, গতকাল রাত

■ পৃ. ১৭ : ক. ৪ ● ছবি পৃষ্ঠা- ২

ছাত্রলীগের সঙ্গে এলাকাবাসীর

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

৮টার দিকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন সমকালকে জানান, দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কাজের অভিযোগে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ কমিটির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। ঘটনা তদন্তে কেন্দ্র থেকে তিন সদস্যের একটি কমিটি শিগগিরই রংপুরে যাবে।

চাঁদাবাজির বিষয়টি অস্বীকার করে বেরোবি ছাত্রলীগের সভাপতি শিশির বলেন, তাকে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ঘটনার সময় আমি বাড়িতে ছিলাম। ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে একজন সাধারণ ছাত্রের কথা কাটাকাটি হয়েছে। এর জের ধরে ওই ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এখানে ছাত্রলীগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

ক্যাম্পাস সংলগ্ন ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, পার্কের মোড় দোকান মালিক সমিতির আহ্বায়ক মাজেদুল ইসলাম লাবলুর লিফা ফাস্ট ফুড অ্যান্ড কনফেকশনারিতে গিয়ে চাঁদা দাবি করেন বেরোবি ছাত্রলীগের সভাপতি শিশিরসহ বেশ ক'জন ছাত্র। তিনি চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় তারা দোকানে ভাংচুর ও মালপত্র তছনছ করেন। এর প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ রেখে ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা বিক্ষোভ সমাবেশ করে দোষীদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি জানান। বিকেলে ব্যবসায়ী, এলাকাবাসী ক্যাম্পাসের বাইরে এবং বেরোবির ছাত্রলীগ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়ে পরস্পরবিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে দু'পক্ষ ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষে জড়ায়।

এ সময় পার্কের মোড় এলাকার অন্তত ১০টি দোকানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রতিবাদে এলাকাবাসী টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে রাখে। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও ভাংচুর চালায়। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন হোস্টেলে থাকা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা। তাদের অভিযোগ, বারবার অবহিত করা হলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

বেরোবির প্রক্টর মীর তামান্না সিদ্দিকা সংঘর্ষের বিষয়টি স্বীকার করে ব্যস্ত রয়েছেন জানিয়ে কথা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. তুহিন ওয়াদুদ জানান, আমরা আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। কোতোয়ালি থানার ওসি এবিএম জাহিদুল ইসলাম বলেন, পরিস্থিতি এখন পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।